০১-০৬-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই (ঈশ্বরীয়) পাঠশালা হচ্ছে নর-কে নারায়ণ বানাবার। এখানে স্বয়ং সত্য-শিববাবা পাঠ পড়ান। উঁনি যেমন সৎ-শিক্ষক তেমনি সদগুরুও বটে। তোমাদের নিশ্চয়ে তা দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে।"

প্রশ্ন :- তোমাদের তথা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের কোন্ এমন কথার প্রতি একটুও চিন্তা করার প্রয়োজন নেই, এবং কেন ?

উত্তর :- কেউ যদি জ্ঞানে চলতে চলতে হঠাৎ হার্টফেল করে এবং শরীর ত্যাগ করে, তা হলেও তোমাদের চিন্তা করার কোনও কারণ নেই, কেন না তোমরা তো জানোই যে, প্রত্যেককেই তার নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করতেই হবে। তোমদের এই ভেবে খুশি থাকা উচিত যে, আত্মা তার সাথে জ্ঞান আর যোগের সংস্কার নিয়ে যাচ্ছে। তাই সেই আত্মা যখন পরবর্তী শরীর ধারণ করবে, তখন সে আরও ভাল ভাবে ভারতের সেবা করতে সক্ষম হবে। তাই তোমাদের চিন্তার কোনও কারণ নেই। এ সবই অবিনাশী বিশ্ব-নাটকের চিত্রপটে (ড্রামাতে) অনেক আগে থেকেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।

গীত :- তুমি আমাদের মাতা, আবার পিতাও তো তুমিই .....

ওঁম্ শান্তি! বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। আবার বাচ্চারাও জানে, বাবা তাদেরকে বাচ্চা বলেই ডাকেন। এখানে বাপদাদা দুজনেই একত্রিত। সর্বাগ্রে বাপদাদা তারপর বাচ্চারা। তাই এটা একটা নতুন রচনা- তাই না! আর শিববাবা স্বয়ং এই রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ঠিক একই ভাবে ৫ হাজার বছর আগের মতো আবারও আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। পরবর্তীকালে ভক্তিমার্গে শিববাবার বাণীগুলিই বই-এর আকারে প্রকাশিত হয়, যা গীতা নামে প্রসিদ্ধ হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে গীতার বিষয়ে কোনও প্রশ্নই ওঠে না ! পরবর্তী কালে যা শাস্ত্র হিসাবে রচিত করে- তার নামকরণ করা হয় শ্রীমদ্ভগবত গীতা। যা সহজ রাজযোগ শেখানোর পুস্তক। যেমন ভক্তিমার্গের বই পড়ে প্রকৃত কোনও লাভ হয় না, তেমনি শুধুমাত্র শিববাবাকে স্মরণ করলেই তাঁর আশীর্বাদী-বর্সাও পাওয়া যায় না। শিববাবার আশীর্বাদী-বর্সা কেবল এই সঙ্গমযুগেই পাওয়া সম্ভব। বাবা আসেনই কেবলমাত্র এই সঙ্গমযুগে, বেহদের আশীর্বাদী-বর্সা দেওয়ার জন্য। বাবা স্বয়ং সকল ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকেন। অন্যান্যরা অর্থাৎ জাগতিক সন্ন্যাসীরা যে রাজযোগ শিখিয়ে থাকেন, তাদের শেখানো আর বাবার রাজযোগ শেখানোর মধ্যে দিন-রাতের তফাৎ। কারণ তাদের বুদ্ধিতে গীতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান আছে, তা হলো - গীতা শুনিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ আর তার রচয়িতা ব্যাসদেব। যাই হোক্, গীতা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ শোনাননি, কারণ সেটা গীতা শোনানোর উপযুক্ত সময়ও ছিল না। শ্রীকৃষ্ণেরও সেই সময় কোন শারীরিক রূপ থাকাও সম্ভব নয়। কিন্তু এখন বাবা স্বয়ং এসে আমাদের যুক্তি দিয়ে এ সব পরিষ্কার করে বোঝাচ্ছেন আর বলছেন এবার তোমরা নিজেরাই বিচার করো। শিববাবা এই নামটারই তো খ্যাতি সর্বত্রই- অর্থাৎ সদা সত্য কথা শোনানো আর নর থেকে নারায়ণ বানানো। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাও তা জানো, তোমরা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য এই ঈশ্বরীয় পাঠশালা তথা রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে বসে আছো ! "শিববাবা" শব্দটা খুবই ভালো, এটাও নিশ্চয় আছে -বাবা আর দাদা একত্রেই এখানে উপস্থিত থাকেন, আর এই নিশ্চয়তা

আছে বলেই তোমরা এখানে এসেছো ! শিববাবা ব্রহ্মাবাবার মাধ্যমে সকল বেদ শাস্ত্রের সার বোঝান। তিনি আরও বুঝিয়ে বলেন যে, "আমি তোমাদের ত্রিকালদর্শীও বানাচ্ছি।" তবে তা কিন্তু এমন নয় যে, তোমরা ত্রিলোকীনাথ হয়ে যাবে। (ত্রিলোকীনাথ= স্থুল+সূক্ষ্ম+মূল –এই তিন বতনের এক ও একমাত্র অধীশ্বর)। তবে তোমরা কেবল নাথ অর্থাৎ মালিক হতে পারো একমাত্র শিবপুরির জন্য। তাকে অবশ্য সম্পূর্ণ লোক অর্থাৎ বতন বলা যায় না। লোক অর্থাৎ যেখানে মনুষ্য সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই মনুষ্য লোকই চৈতন্য লোক। আর পরমধাম হলো নিরাকারী লোক। ত্রিলোকের জ্ঞান তোমাদের কেবল জানানো হয়, কিন্তু ত্রিলোকের নাথ বানানো হয় না। তোমরা ইতিমধ্যেই ত্রিকালের জ্ঞান প্রাপ্ত করেছ, তাই তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শীও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু, লক্ষ্মী-নারায়ণ বা বিষ্ণুকে ত্রিকালদর্শী বলা যাবে না। কারণ তাদের কারও তিন কালের জ্ঞান থাকে না। লক্ষ্মী-নারায়ণ, যারা শৈশবে রাধা-কৃষ্ণ রূপে থাকে, তাদেরও এই ত্রিলোকের জ্ঞান থাকে না। তাই তোমরা তথা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের ত্রিকালদর্শী হতে হবে। আর এরজন্য তোমাদেরকে যথেষ্ট জ্ঞানও প্রাপ্ত করতে হবে। তবুও জগতের মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলে, "তিনি ছিলেন ত্রিলোকনাথ।" কিন্তু মোটেই তা সত্য নয়। তিনলোকের নাথ তো তাকেই বলা হবে যিনি তিনলোকেই রাজত্ব করেন। শ্রীকৃষ্ণ তো কেবল বৈকুন্ঠনাথ হন, আর সত্যযুগকেই কেবল বৈকুন্ঠধাম বলা হয়। ত্রেতাকে কিন্তু বৈকুন্ঠধাম বলা যাবে না। বাবা বলেন, "আমিও এই লোকের নাথ হতে পারি না। এই বাবাও শুধুমাত্র ব্রহ্ম-মহাতত্বের নাথ। ব্রহ্মান্ড অর্থাৎ যেখানে আমরা আত্মারা অতি ক্ষুদ্র-ডিম্বাণু আকারে সেখানে অবস্থান করি। স্বয়ং শিববাবা যার মালিক। যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শংকর হলেন সূক্ষবতন বাসী। তাই তাদেরকে সেখানকার নাথ বলা যাবে। আর তোমরা হও বৈকুন্ঠের নাথ। সে সব সূক্ষ্মবতন আর মূলবতনের বিষয় বস্তু। যাই হোক্, তোমরা ব্রাহ্মন বাচ্চারাই কেবল ত্রিকালদর্শী হতে চলেছো। যেহেতু, তোমাদের তৃতীয় নয়ন এখন খুলে গেছে। তাই ভ্রুকুটির মাঝখানে চমকানো অদ্ভুত এক তারা স্বরূপ নেত্রও দেখানো হয়ে থাকে চিত্রে। তাই তোমাদেরকেও ত্রিনেত্রীও বলা যায়। যদিও এই ত্রিনেত্রের চিহ্ন কেবল দেবী-দেবতাদেরই দেখানো হয়ে থাকে। আর তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাও যখন কর্মাতীত হতে সক্ষম হবে, তখন তোমরাও ত্রিনেত্রী হতে পারবে। এ সবই বর্তমান সময় কালের কথা। দেব-দেবীরা কিন্তু (তোমাদের মতন) জ্ঞানের শঙ্খ বাজায় না। অথচ জগতের লোকেরা চিত্রে ও শাস্ত্রে তাদেরকে স্থূল শঙ্খে ভূষিত করেছে। আসলে যা মুখাগ্রের চিহ্ন-স্বরূপ। অর্থাৎ মুখ নিঃসৃত বাণী। যার অর্থ জ্ঞান শঙ্খ বাজানো। তোমরা যেমন এই জ্ঞানের পাঠ পড়ছো, তেমনিই বড় বড় ইউনিভারসিটি-গুলিতেও জ্ঞানের পাঠই পড়ানো হয়ে থাকে। আর এটা পতিত-পাবন গড ফাদারলি ইউনিভারসিটি। একবার ভাবো তো কত বড় ইউনিভারসিটির ছাত্র-ছাত্রী তোমরা। তার সাথে তোমরা এটাও জানতে পারো যে, আমাদের এই শিববাবাই হলেন একাধারে আমাদের পিতা, শিক্ষক এবং সদগুরুও। সর্ব্ব-সম্বন্ধে সব কিছুই তিনি। মাতা-পিতা যেমন সব পরিস্থিতিতেই তার সন্তানদের সুখে রাখতে চান। তাই তো শিববাবার উদ্দেশ্যে বলা হয়, তুমিই আমাদের মাতা আবার পিতাও তুমি। আর ওনার এই ভালোবাসা যেন সেকারিনের মত অতীব মিষ্ট। তাই তো দেবতাদের মত এত মিষ্ট-স্বভাবের অন্যেরা কেউই হতে পারে না।

বাচ্চারা তোমরা তো এটাও জানো- পূর্বের ভারত কত সুখের ছিল, যা ছিল এভার হেলদী আর এভার ওয়েলথ্দি। সেই সময়কার ভারত ছিল সম্পূর্ণ পবিএ। ভারতকেই বলা হত কলঙ্কহীণ। যদিও এখন আর তা বলা যাবে না। এখন বিদ্বেষপূর্ণ পতিত ভারতে পরিণত হয়েছে। বাবা কত সহজ পদ্ধতিতে এসব তোমাদের বোঝাচ্ছেন। তোমরা এখন বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী-বর্সাকে সহজেই

জানতে পেরেছো। বাবা আমাদের কত মিষ্টি স্বভাবের সংস্কারী করে গড়ে তুলছেন । তাই তোমরাও তা অনুভব করো যে, আমাদেরকেও বাবার এই শ্রীমত যেমন পড়তে হবে তেমনি অন্যদেরকেও পড়াতে হবে। এটা আমাদেরই কাজ। এছাড়া কর্মভোগ তো জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্ম তো অনেক জমাই আছে। যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং পরের দিন হার্টফেল করে, তা হলে জানবে এটা তার কর্ম-কর্তব্যের একটা অংশ, যা অবিনাশী নাটকের চিত্রপটে নির্ধারিত আছে। তাকে সম্ভবত আরও অনেক প্রকারের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করতে হতে পারে। এরজন্য দুঃখ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। নাটকের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় সবসময় পূর্বেই নির্ধারিত থাকে। তাকে আবার অন্য চরিত্রের অভিনয়ও করতে হবে। তাই এতে চিন্তার কোনও কারণ নেই। তিনি হয়তো পরবর্তী চরিত্রের অভিনয়ে আরো ভালো ভাবে ভারতের সেবা করতে পারবে যেহেতু তিনি অন্যদের থেকে পৃথক, এখানকার এই সংস্কারই নিয়ে যাবে, ফলে অনেকের কল্যাণও করতে পারবেন। তাই তা তোমাদের কাছে খুশির খবর। তাই বাবা তোমাদের এই ভাবে বুঝিয়ে থাকে- যদি মা মারা যায়-তা হলেও হালুয়া খাবে..... এর গূঢ় অর্থই বুঝতে হবে তোমাদের। তোমরা তো জানোই, আমরা হলাম সবাই এক একজন বিশেষ অভিনেতা। প্রত্যেককেই যার যার নিজ নিজ অভিনয় করতে হবে। ঠিক যেমনটি অবিনাশী নাটকের চিত্রপটে খোঁদিত আছে পূর্ব থেকেই । এক শরীর ত্যাগ করে আবার অন্য শরীরের অভিনয় শুরু করতে হয়। এখান থেকে যে সংস্কার নিয়ে যাবে, যেখানে যাবে, সেখানে গিয়ে গুপ্ত ভাবে তেমনই সেবা করবে। আত্মার মধ্যেই তো সব সংস্কার ভরা থাকে। কার্যোপযোগী সেবাধারী বাচ্চারাই উপযুক্ত মান-সম্মান পেয়ে থাকে। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই হলে প্রকৃত কার্যোপযোগী সেবাধারী এবং ভারতের নিমিত্তে কল্যাণকারী। এছাড়া অন্যেরা তো কেবল অকল্যাণই করে থাকে, আর ভারতকেও পতিত বানাতে থাকে। জাগতিকে কোনও উচ্চ-স্তরের সন্ন্যাসী মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে স্থির বিশ্বাসের সাথে এমন ভাবে বসেন এবং মনে বিশ্বাস রাখেন যে, তিনি যেন শরীর ত্যাগ করলেই ব্রহ্মাতে লীন হয়ে যাবেন! কিন্তু তিনি গিয়ে তো কারও কল্যাণ করতে পারবেন না, যেহেতু তিনি তো কল্যাণকারী বাবার সন্তানই নয়। তোমরাই বাবার কল্যাণকারীর সন্তান। তাই তোমরা কারও অকল্যাণ চাইতেই পার না। তোমরা যখন যাবে তা কেবল কল্যাণ করার জন্যই। বর্তমানের এই দুনিয়াটাই যে পতিত। বাবা তাই সকল বাচ্চাদেরকে অধ্যাদেশ দেন যে, এখন তোমাদের কোনও ভোগবল রচনার প্রয়োজন নেই। যেহেতু এই দুনিয়ার সবকিছুই এখন তমোপ্রধান। অর্ধকল্প ধরে তোমরা একে অপরের সাথে সর্বদা কেবল কাম-প্রবনতা ও লড়াই-ঝগড়া করে দুঃখই বাড়িয়ে এসেছো। অবশ্য এ সবই হয়েছে রাবণের পঞ্চভূত রূপী বিকারের জন্য, আর যার কারণে আজ তোমরা এত দুঃখ পাচ্ছো। এই রাবণই তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। বাস্তবে সোনার লঙ্কা বলে কিছুই ছিল না। এ সবই মানুষের বানানো গল্প মাত্র। বাবা বলেন, এই সবই বেহদের কথা। সমগ্র মনুষ্য সৃষ্টি-জগৎ এই সময়ে রাবণ রূপী বিকারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। ম্যাগাজিনগুলিতেও এইসব চিত্র খুব ভালো ভাবে দেখানো হয় যে, - সবাই রাবণ-রূপী বিকারের খাঁচায় বন্দি, অর্থাৎ সবাই এখন শোক বাটিকাতে (দুঃখের কুটিরে) রয়েছে। যেহেতু রাবণের রাজ্যে অশোক বাটিকা (শোকহীন কুটির) থাকেই না। আবার অশোকা (শোকহীন) হোটেলও নেই। এখানে তো কেবল শোকের হোটেলই থাকে এবং যা খুবই নোংরা। তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জানো কে প্রকৃত সত্য অর্থাৎ পবিএ এবং কে নোংরা অর্থাৎ অপবিত্র! যেহেতু তোমরা এখন ফুলের মত পবিত্র হতে চলেছো।

তোমরা বাচ্চারা তো জানো, আত্মার রেকর্ডের মধ্যে কত বিশাল কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ের পার্ট কত আগে থেকেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। যা খুবই আশ্চর্যের- তাই না! এত ছোট আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের অবিনাশী পার্ট ভরা আছে। অন্যেরাও তা বলে থাকে - আমরা পতিত ও তমোপ্রধান হয়ে গেছি- যার সমাপ্তি শীঘ্রই হতে চলেছে। তাই তো এই রক্তক্ষয়ী খেলায় মেতেছে সবাই। একটা মাত্র বোমা ফাটলেই কত অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটে। তোমরা এও জানো যে, এই পুরানো দুনিয়া আর বেশি দিন স্থায়ী হবে না। আমাদের এই শরীরটাও এখন যেমন পুরানো শরীর, তেমনি দুনিয়াটাও এখন অতি পুরানো দুনিয়া। আমরা নতুন দুনিয়াতে গেলে আবার নতুন পবিত্র শরীর পেয়ে থাকি, তার জন্যই আমরা বাবার শ্রীমতে চলে সাধ্যমতন পুরুষার্থও করে চলেছি। সব বাচ্চারা অবশ্যই এই বাবার সাহায্যকারী হয়। এই শ্রী শ্রী বাবার শ্রীমত অনুসরণ করেই আমাদের মধ্যে থেকে শ্রী লক্ষ্মী ও শ্রী নারায়ণ হয়ে থাকে। যেমন ভাইস প্রেসিডেন্টকে তো আর প্রেসিডেন্ট বলবে না! তা কখনই বলা যায় না। তেমনি নুড়ি-পাথরের মধ্যেও ভগবান কিভাবে অবতরিত হবেন! তাঁর উদ্দেশ্যেই তো এই গীত-গাঁথা আছে - যদা যদাহি..... অর্থাৎ যখন যখন এই দুনিয়ার সবাই সম্পূর্ণ পতিত হয়ে যায় এবং কলিযুগের অন্ত নিকটে চলে আছে, তখনই আমাকে আসতেই হয়। তাই বাচ্চারা এখন তোমরা এই এক ও একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। বাবা আবার জিজ্ঞাসাও করেন, বাবাকে তোমারা স্মরণ করো কি ? উত্তরে তোমরাই বলো, বাবা মুহূর্তে মুহূর্তে আপনাকে ভুলে যাই - কেন ? বাবা বলেন, কই লৌকিক বাবাকে তো কখনও ভোলো না! যা একেবারে নতুন ধরণের কথা। বাবা নিরাকার, এক বিন্দু-স্বরূপ, যদিও এই অভ্যাসে কেউই তেমন অভ্যস্ত নয়। জগৎবাসীরা তো বলে থাকে, আমরা এমন কথা কখনও শুনিনি এবং তাঁকে ঐ ভাবে কখনও স্মরণও করিনি। দেবতাদেরও অবশ্য এই জ্ঞান থাকে না। এই জ্ঞান তখন প্রায় লুপ্ত প্রায় হয়ে যায়। ওঁনাকেও অর্থাৎ কৃষ্ণরূপধারী ব্রহ্মাবাবাকেও তখন স্বদর্শন চক্রধারী বলা যাবে না। যদিও বলা হয়ে থাকে বিষ্ণুর দুই রূপে তিনি লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে থাকেন। আসলে প্রবৃত্তি মার্গের জন্য এইসব রূপ দেখানো হয়ে থাকে। যেমন ব্রহ্মা-সরস্বতী, শংকর-পার্বতী, লক্ষ্মী-নারায়ণ। উচ্চ থেকেও অতি উচ্চতে হলেন একমাত্র শিববাবা। তারপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ....., তাই বাবা এখন বলছেন, "বাচ্চারা দেহ সহিত দেহ সম্পর্কিত সব ধর্মকে ছেড়ে, নিজেকে আত্মা জ্ঞানে জানো। আমি আত্মা, বাবার সন্তান। আমি সন্ন্যাসী নই। অতএব কেবলমাত্র এই এক ও একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো। তোমারা দেহ সম্পর্কিত সকল ধর্মকেই ভুলে যাও। যা খুবই সহজ পন্থা। তোমরা এখন সেই বাবার সাথেই বসে আছো। বাবা এখানে বসেই ব্রহ্মাবাবার দ্বারা সব কিছু জানাতে থাকেন। দুজনেই একত্রিত হয়ে 'বাপদাদা' (শিববাবা আর ব্রহ্মাবাবা) কম্বাইন্ড তথা সংযুক্ত রূপ। ঠিক যেমন দুটো জমজ-বাচ্চা একসাথে জন্মগ্রহণ করে। তেমনি এখানেও দুজনের অভিনয় একত্রে চলছে।" বাচ্চাদের আরও বোঝান হয়, তাদের অন্তিম চিন্তাধারাই তাদেরকে নিজ নিজ লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। যখন তোমরা শরীর ত্যাগ করবে, তখন বুদ্ধি যেখানে চলে যাবে, সেখানে গিয়েই জন্ম নিতে হবে। মৃত্যুর সময় অন্তিমে যদি স্বামীর মুখ দেখো, তাহলে বুদ্ধিও সেখানেই চলে যাবে। মৃত্যুর সময় যে যেমন স্মৃতিতে থাকে, সেই সময়ের প্রভাব সবচেয়ে বেশী থাকে। আর যদি মৃত্যুকালে স্মৃতিতে থাকে যে, কৃষ্ণের মতন বাচ্চাই হবো, তা হলে তো আর কথাই নেই। খুব সুন্দর বাচ্চার রূপেই জন্মগ্রহণ করবে। তাই সেই শেষ সময়ে কেবলমাত্র একটাই অভিপ্রায় রাখতে হবে ! কিন্তু, তোমরা এখন এই সময়ে কি করছো ? তোমরা জানো যে, বর্তমান সময়ে তোমরা এক শিববাবাকেই স্মরণ করছো। সাক্ষাৎকার তো সবারই হয়। রাধা আর কৃষ্ণ উভয়েই মুকুটধারী। তারাই প্রিন্স-প্রিন্সেস হবে। কিন্তু কবে ? সত্যযুগে নাকি ত্রেতাতে ? তা নির্ভর করছে তাদের পুরুষার্থের উপর। যে

যত পুরুষার্থ করবে, সে ততই উচ্চ পদের অধিকারী হবে। তোমরা তো আগ্রহ প্রকাশ করো বলে থাকো, আমরা ২১ জন্মের জন্য রাজ্য-ভাগ্যের রাজত্ব নেব। মাম্মা আর বাবা যদি তা পেতে পারেন, তবে আমরাই বা কেন তাদেরকে অনুসরণ করবো না! তোমরা প্রথমে যথেষ্ট জ্ঞান ধারণ করবে, তারপর অন্যকেও তা করাবে। ২১ জন্মের প্রালব্ধ পাওয়ার জন্য তোমাদেরকে যথেষ্ট সেবা ও পুরুষার্থ করতে হবে। যেমন স্কুলে বাচ্চারা যদি সঠিক রীতিতে পুরুষার্থ না করে, তবে ভালো নম্বরও পায় না, ঠিক তেমনি। তোমরা এখন ৫ মায়া-রাবণরূপী বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করছো। তোমাদের এই যুদ্ধ অহিংসক যুদ্ধ। প্রতীক-চিহ্ন হিসাবে যদি রামকে না দেখানো হয়, তা হলে সূর্যবংশী ও চন্দ্রবংশীর মধ্যে তফাৎটা করবে কিভাবে। তাই তো বাবা এভাবে বলছেন, তোমরা যত বেশী পুরুষার্থ করবে, সেই অন্তিম পুরুষার্থ ও সংকল্প অনুযায়ীই তোমরা তোমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে সমর্থ হবে। এমন কি তোমরা নিজের দেহকেও, এটা যে দেহ- এই খেয়ালও রাখবে না। সবকিছুই ভুলতে হবে। বাবা আরও বলছেন, তোমরা যেমন নগ্ন অর্থাৎ অশরীরী ভাবে এসেছিলে, তেমনি নগ্ন (অশরীরী) অবস্থাতেই যেতে হবে। যদিও তোমরা এত ছোটো বিন্দু স্বরূপ, তবুও তো তোমরা এই কানের মাধ্যমেই শোনো, মুখের দ্বারাই কথা বলো। আমরা আত্মারা এক শরীর ত্যাগ করে আবার অন্য শরীর গ্রহন করি। এখন আবার আত্মাদের নিজের ঘরে যেতে হবে। বাবা স্বয়ং আমাদের খুব সুন্দর করে জ্ঞান-সংস্কারের শৃঙ্গার করাচ্ছেন, যার ফলে আমরা মনুষ্য থেকে দেবতায় উপনীত হব। তোমরাও জেনেছো, কেবলমাত্র এই এক শিববাবাকে স্মরণ করলেই তোমাদের দেবতা পদের প্রাপ্তি হয় ! গীতাতেও উল্লেখ আছে, "আমাকে এবং আমার আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করলেই তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবে।" কত সহজ পন্থা এটা। তোমরাও তা বোঝো যে, প্রতি কল্পের মতনই তোমরা এই ব্রহ্মার দ্বারাই বাবার আশীর্বাদী বর্সা পেয়ে থাকো। গীত-গাঁথাও আছে, ব্রহ্মার দ্বারাই দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। আর ফেল করলে আবার ত্রেতাতে অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-ধর্মে চলে যেতে হবে। ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণ, দেবতা আর ক্ষত্রিয়- এই তিন ধর্মের স্থাপনা হয়ে থাকে। সত্যযুগে দেবতা-ধর্ম ছাড়া আর কোন ধর্ম থাকে না, অন্যান্য ধর্মরা পরে আসতে থাকে। তাই, তাদের সাথে আমাদের কোন যোগসূত্র নেই। ভারতবাসীরা নিজেরাই ভুলে গেছে যে, আমরাই সেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। যেহেতু এ সব কিছুই হয়ে থাকে অবিনাশী নাটকের চিত্রনাট্য অনুসারেই। আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালোবাসা আর সুপ্রভাত। রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার শ্রীমত অনুসারে জ্ঞানের পাঠ পড়তে হবে এবং অন্যদেরকে তা পড়ানোর সেবাও করতে হবে। ড্রামার ঘটনাগুলির প্রতি অটল থাকতে হবে। কোনো কিছুতেই চিন্তা করবে না।

২) অন্তিম সময়কালে এক ও একমাত্র বাবা ছাড়া আর কেউ যেন স্মরণে না আসে, সেই কারণে, দেহকে ভুলে থাকার অভ্যাস করতে হবে অর্থাৎ অশরীরী ভাবে থাকতে হবে।

বরদান :- এভাররেডি হয়ে প্রত্যেক পরীক্ষাতে ঈশ্বরীয় আনন্দের অনুভবকারী বিশেষ আত্মা হও।

বিস্তার :- সঙ্গমযুগ ঈশ্বরীয় আনন্দে মেতে থাকার যুগ। তাই সর্বদা আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকো। কখনও হতবুদ্ধি বা বিভ্রান্ত হয়ে যেও না। যে কোনও পরিস্থিতি অথবা পরীক্ষাতে যদি অল্প সময়ের জন্যও যদি তুমি শংসয়াতীত হয়ে পড়ো আর সেই সময় যদি তোমার অন্তিম সময় হয়, তা হলে সেই শেষ সংকল্প অনুযায়ীই তোমার সেই গতিই হবে! তাই সর্বদা এভাররেডি (সদা প্রস্তুত) হয়ে থাকো। যেন কোনও সমস্যারই সম্পূর্ণ হতে বিঘ্ন রূপ না হয়। সর্বদা এই স্মৃতিতেই থাকতে হবে যে, আমিই এই জগতের সবচেয়ে মূল্যবান ও বিশেষ আত্মা। আমার প্রত্যেকটা সংকল্প, বাক্য আর কর্মই বিশেষতাপূর্ণ। তাই এই মূল্যবান সময়ে এক মুহূর্তও যেন বিফলে না যায়।

স্লোগান :- শ্রেষ্ঠ কর্মের খাতা জমা করতে থাকো, তা হলেই বিকর্মের খাতাও নিজে থেকেই শেষ হয়ে যাবে।